পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নে

সিঙ্গাপুর

১

উদ্যোগ নিলেন
বেঙ্গল এয়ারোট্রপলিস
প্রকল্পের কর্ণধার
পার্থ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নে

সিঙ্গাপুর

২

উদ্যোগ নিলেন
সিঙ্গাপুরের বণিকসভা
ও সিঙ্গাপুরের
বিদেশমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীকে একগুচ্ছ নয়া প্রস্তাব চাঙ্গি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ'র

নিজস্ব প্রতিবেদন। রাজ্যে লগ্নি টানতে আগামী রবিবার নিজের প্রথম বিদেশ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে চাঙ্গি-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এমনই আভাস করছেন বেশ কিছু নতুন প্রকল্পের। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর ঘিরে আশায় বুক বেঁধেছেন প্রশাসনিক কর্তা থেকে রাজ্যবাসী সকলেই। মূলত মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম বিদেশ সফরের কথা প্রথম প্রকাশ্যে আসে গত ১১ জুলাই। সেই দিন সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ কর্তারা এবং সিঙ্গাপুরের বিদেশমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে সিঙ্গাপুর যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান, উপস্থিত ছিলেন অন্যতম কর্ণধার বেঙ্গল এয়ারোট্রপলিস প্রকল্পের কর্তা পার্থ ঘোষ'ও। পার্থবাবু-সহ সকলের অনুরোধ শেষ অবধি ফেলতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যবাসী শতবর্ষিতে তিনি প্রথম জনসভায় জানান লগ্নি টানতে তিনি সিঙ্গাপুর যাচ্ছেন। আর রাজ্যে লগ্নি টানতে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর প্রসঙ্গে পার্থবাবু জানান, আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। কারণ রাজ্যে আরও বেশি পরিমাণ লগ্নি টানতে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর খুবই দরকার ছিল। তাঁর আশা, এই সফর থেকে রাজ্যের ভাঁড়ারে আসবে বেশ কিছু নতুন লগ্নির প্রস্তাব। আপাতত জানা গেছে, এই সফরে চাঙ্গি কর্তৃপক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বেঙ্গল এয়ারোট্রপলিস প্রকল্পে নিজেদের অংশীদারিত্বের বর্তমান পরিমাণ ২৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩২.৫ শতাংশ করার কথা ঘোষণা করতে পারেন। এ ছাড়াও এই বিমানবন্দরের বিভিন্ন কাজে আরও বেশি করে দক্ষ শ্রমিক দরকার, সেই কারণে বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় একটি আন্তর্জাতিকমানের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। মূলত রাজ্য কারিগরি শিক্ষা দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের মূল দায়িত্বে থাকবে সিঙ্গাপুরের জাতীয় প্রশিক্ষণদাতা সংস্থা ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এডুকেশন। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এই সফরে যদি এই দুটি প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়, তা হলে তা রাজ্যের পক্ষে খুবই মঙ্গল। কারণ সিঙ্গাপুরের এই প্রশিক্ষণ সংস্থা আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দেয়। ফলে এক তাঁরা দক্ষ কর্মী গড়ে তুলতে তা কোনও সীমায় হবে না। পাশাপাশি রাজ্যের এই অঞ্চলের যুবক-যুবতীরা বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ পেলে তা রাজ্যের পক্ষেই মঙ্গল। ফলে তাঁরা সকলেই চাইছেন যাতে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। আর এগুলি যাতে বাস্তবায়িত হয় তা নিয়ে নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে পার্থবাবুর নেতৃত্বে বেঙ্গল এয়ারোট্রপলিসের কর্মকর্তারা। তাঁদের মতে, রাজ্যের জন্য যদি কিছু করা যায়, তা হলে তা রাজ্যের পক্ষেই মঙ্গল। সেই কারণে তাঁরাও চেষ্টা করছেন এই প্রস্তাবগুলি যাতে বাস্তবায়িত হয়। তবে শুধু এগুলি নয়, রাজ্য শিল্পায়ন নিগম সূত্রে জানা গেছে, অন্ডাল বিমাননগরী এলাকায় জল, বিদ্যুৎ, নিকাশির মতো অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলি সুষ্ঠু ভাবে দেখভালের জন্য চাঙ্গি কর্তৃপক্ষ সিঙ্গাপুরের একাধিক বেসরকারি সংস্থাকে নিয়োগ করতে পারে। যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই সফরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। এটি'ও বাস্তবায়িত হলে বেশ কিছু বিনিয়োগ আসবে রাজ্যে। এ ছাড়াও কলকাতা-দুর্গাপুরের মধ্যে হেলিকপ্টার পরিষেবা দেওয়ার মতো এবার বেঙ্গল এয়ারোট্রপলিস দুর্গাপুর, কোচবিহার এবং বালুরঘাটের মধ্যে বিমান পরিষেবা দিতেও রাজ্য পরিবহণ দফতরের সঙ্গে এক মউ চুক্তি করতে পারে। যাতে আরও সহজে জনসাধারণকে এই পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে। এই চুক্তি মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হবে বলে জানা গেছে। মূলত এই প্রস্তাবগুলি মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে চূড়ান্ত হতে পারে। আর তা যদি হয় তা হলে বলাই যায় সিঙ্গাপুরে যাওয়ার আগেই সফল মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর। কারণ মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর চূড়ান্ত সফল করতে চাঙ্গির পাশাপাশি কর্তা পার্থ ঘোষের নেতৃত্বে বেঙ্গল এয়ারোট্রপলিস যেভাবে দিনরাত এক করে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে এই ফল পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সম্ভাব্য বৈঠক মমতা'র

অঙ্কুর সেনগুপ্ত। চার দিনের সিঙ্গাপুর সফরে চাঙ্গি-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে যেমন থাকবেন সিঙ্গাপুর, চাইনিজ এবং জাপানি বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা, তেমনি থাকবেন সিঙ্গাপুরের স্থানীয় বণিকসভার প্রতিনিধিরা। সেখানে বেশ কিছু নতুন লগ্নির প্রস্তাব আসবে বলে ইতিমধ্যেই খবর মিলেছে। এর মধ্যে চাঙ্গি যেমন রাজ্যে তাঁদের বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াচ্ছে, তেমনি একাধিক আন্তর্জাতিক মানের আর্থিক সংস্থা রাজ্যবাসীর ফিনান্সিয়াল হাব, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, শিক্ষা এবং নগরোন্নয়ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে বলে জানা গেছে। শুধু সেখানকার শিল্পপতি কিংবা বণিকমহল নয় তাঁর সফরে শিল্পমহলের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং, বিদেশমন্ত্রী কে সন্মুগম-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং আমলাদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। সেখানেও বৈঠকের মূল বিষয় থাকবে রাজ্যকে বিনিয়োগের গন্তব্য হিসাবে তুলে ধরা। কারণ মুখ্যমন্ত্রী চান যে কোনও ভাবে রাজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে। নবান্ন সূত্রে জানা গেছে, লগ্নি টানতে নিজের প্রথম বিদেশ সফরে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে ১৭ আগস্ট রাত ১১টা ৫০-এর বিমানে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ সমগ্র প্রতিনিধি টিম। ১৮ তারিখ ভোরে সিঙ্গাপুরে পৌঁছানোর পর ১৯ তারিখ সকালে মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র দল নিয়ে যাবেন জুরং শিল্পতালুক পরিদর্শনে। প্রসঙ্গত, প্রায় ৩০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই দ্বীপনগরী সিঙ্গাপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে সারা বিশ্বে বন্দিত। ১৯৬০ থেকে পর্যায়ক্রমে ১৯৯০ অবধি ৭ টি দ্বীপকে একত্রিত করে এই শিল্পতালুক গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে এই এলাকার সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত হয়। মূলত তেল, পেট্রোকেমিক্যাল এবং কেমিক্যাল ক্ষেত্রে এই তালুকের প্রশংসা সুবিদিত। এ ছাড়াও পরিকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের প্রথম সারির বেশ কয়েকটি সংস্থা এখানে আছে। সেখানে এই সংস্থাগুলির পরিদর্শনের পাশাপাশি এই অঞ্চলের পরিকাঠামো ঘুরে দেখবেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমানে এখানে প্রায় ২২০টির মতো কারখানা আছে। এ ছাড়াও প্রায় ৭০ টির মতো সংস্থার সদর এই শিল্পতালুকেই অবস্থিত। শিল্পতালুক পরিদর্শনের পর দিন অর্থাৎ ২০ আগস্ট সকাল ৯ টা থেকে সিঙ্গাপুরের অন্যতম প্রখ্যাত হোটেল সাংগ্রি-লা'তে চাঙ্গি-সহ অন্যান্য প্রথম সারির শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে রাজ্য

সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী
লি সিয়েন লুং

■ ৭ পাতায়

সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সম্ভাব্য বৈঠক

■ ১ পাতার পর

সরকারের তরফ থেকে নগরোন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য-সহ একাধিক দফতরের তরফ থেকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেওয়া হবে। তারপর থাকবে প্রশ্নোত্তর পর্ব। সেখানে রাজ্য সম্পর্কে সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগকারীদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। ২০-২১ তারিখের পরবর্তী সময় মুখ্যমন্ত্রী-সহ সমগ্র দল সিঙ্গাপুরের ওয়াটার ফেসিলিটি, তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক, বায়োটেক পার্ক, হার্ডওয়্যার পার্ক প্রভৃতি পরিদর্শনে যাবেন। মূলত সেখানকার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন মুখ্যমন্ত্রী বলে জানা গেছে। এ ছাড়াও রাজ্যের তরফ থেকে চেষ্টা চলছে ১৯-২১ এই সময়ের মধ্যে যদি একটি রোড-শো করা যায় তা নিয়ে'ও। যদি সেটি করা যায় তা হলে তা যে এই সফরে আলাদা মাত্রা জোগাবে তা বলাই বাহুল্য। মোটামুটি এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে চার দিনের শেষে আগামী ২১ আগস্ট বিকাল সাড়ে ৫টার বিমানে নিজের প্রথম বিদেশ সফর সেরে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।